যায়যায়দিন

তারিখ ২৫.১১.১২
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

রেজিস্ট্রেশন কার্ড পায়নি বহু শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা

এম মামুন হোসেন

মুন্সীগঞ্জের কামারগাঁও আইডিয়াল হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মো. রাহাত ইসলাম। ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে সে। তার সহপাঠীরা রেজিস্ট্রেশন কার্ড পেলেও বোর্ড থেকে তার কার্ডটি দেয়া হয়নি। পরীক্ষার্থীদের তালিকায়ও তার নাম নেই। ওই উপজেলায় বাগড়া স্বরূপচন্দ্র পাইলট হাইস্কুলের রাকিব হোসেনও রেজিস্ট্রেশন কার্ড পায়নি। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সমস্যার চিত্র দেখা গেছে। শিক্ষার্থীরা রেজিস্ট্রেশন কার্ড না পাওয়ায় তাদের এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে ২০১১ সালে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দিয়ে অনলাইনে পদ্ধতিতে নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয় যা ইএসআইএফ (ইলেক্ট্রনিক স্টুডেন্ট ইনফরমেশন ফর্ম) ও ইএফএফ (ইলেক্ট্রনিক ফর্ম ফিল-আপ) পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। প্রথমবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনলাইনে নিবন্ধন করতে গিয়ে নানা ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ে। এতে অনেক শিক্ষার্থীর নাম, পিতার নাম, মায়ের নাম কিংবা জন্ম তারিখে ভুল দেখা যায়। পরবর্তীতে এ ভুল সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বোর্ডে আবেদন করে। ভুল সংশোধনের জন্য পাঠানো শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগ রেজিস্ট্রেশন কার্ড পায়নি বলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সূত্রে জানা গেছে।

জানা গেছে, এ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বসেই শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেটে ইএসআইএফ ফর্ম পূরণ করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে পাঠায়। বোর্ড তা ডাউনলোড করে একটি রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) নাম্বার বসিয়ে দেয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বসেই শিক্ষার্থীরা তা ডাউনলোড করতে পারবে। রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের নামের তালিকা ইএফএফ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বোর্ডে পাঠায়। এরপর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফি জমা দেয়ার প্রেক্ষিতে শিক্ষা বোর্ড স্কুল কর্তৃপক্ষকে ইমেইলে প্রবেশপত্র পাঠাবে যা ডাউনলোড করে সিল দিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেবে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

অনলাইনে ডিজিটাল বিভ্রাট

এ প্রসঙ্গে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরিদর্শক (বিদ্যালয়) শাহেদুল কবির চৌধুরী বলেন, প্রথমবারের মতো অনলাইনে শিক্ষার্থী তথ্য ফরম পূরণে কিছু ভুল-ত্রুটি হয়েছে। এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে পূরণকৃত ফরমটি প্রিন্ট করে সংগ্রহে রাখতে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, ১১ নভেম্বর থেকে রেজিস্ট্রেশন কার্ড আনুষ্ঠানিকভাবে স্কুলগুলোতে বিতরণ শুরু হবে। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রেজিস্ট্রেশন কার্ড পায়নি এমন শিক্ষার্থীদের জন্য 'কারেকশন ফরম' তথ্য পূরণ করে জমা দিলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রসঙ্গত, ঢাকা শিক্ষাবোর্ডসহ দেশের বেশিরভাগ বোর্ডে শিক্ষার্থী ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফর্ম পূরণ, ফল প্রকাশ ও পুনঃনিরীক্ষা, ই-বুক, নিয়োগের সার্বিক কার্যক্রম, প্রশাসনিক আদেশ-নির্দেশ ও বিজ্ঞপ্তিসহ বোর্ডের বেশিরভাগ কার্যক্রম অনলাইনে করা হয়ে থাকে।